রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

প্রতিষ্ঠান: কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

Center: Al Quranic Ruqyah healing
Contact: 01886608999

রুকইয়াহ নং ৭ - জুন্দ আল-জানুব

বিষয়: জরায়ুর জাদুর রুকইয়াহ (Uterus Magic Ruqyah)
এই রুকইয়াহটি বিশেষ করে জরায়ুর যাদু, নিঃসন্তান হওয়ার চক্রান্ত এবং নারীঘটিত জটিল শারীরিক-আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর কালামের মাধ্যমে চিকিৎসা।

প্রারম্ভিক দোয়া

৩ বার

بِسْمِ اللهِ ذِي الشَّانِ، عَظِيمِ الْبُرْهَانِ، شَدِيدِ السُّلْطَانِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

উচ্চারণ: "বিসমিল্লাহি যিশ-শানি, আযীমিল বুরহানি, শাদীদিস সুলতানি, মা-শাআল্লাহু কানা, ওয়া আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতান।"

বিসমিল্লাহ

১৯ বার

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সূরা আল-ফাতিহা

৩ বার

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (١) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (٢) ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ (٧)

অনুবাদ: (১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। (২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (৭) সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারা: ২৫৫)

৩ বার

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

১. মানব সৃষ্টির ঘোষণা (খিলাফত) - সূরা আল-বাকারা: ৩০

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অনুবাদ: আর যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি যমিনে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করব', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে তাতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না'।

২. জান্নাতে বসবাস ও সতর্কতা - সূরা আল-বাকারা: ৩৫

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ: আর আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।

৩. গোপন অপরাধ প্রকাশ - সূরা আল-বাকারা: ৭২

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

অনুবাদ: আর স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর একে অন্যকে দায়ী করছিলে। আর আল্লাহ তা প্রকাশকারী যা তোমরা গোপন করছিলে।

৪. যাদু ও শয়তানের অনুসরণ - সূরা আল-বাকারা: ১০২ (প্রথমাংশ)

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

অনুবাদ: আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের ওপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো ফিতনা স্বরূপ, সুতরাং তুমি কুফরী করো না'। অতঃপর তারা তাদের থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত।

৪. যাদু ও শয়তানের অনুসরণ (অবশিষ্টাংশ) - সূরা আল-বাকারা: ১০২

وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ: অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না। আর তারা অবশ্যই জেনেছে যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করেছে, আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। আর তা কতইনা মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।

৫. মুসলিম উম্মাহ ও ইবাদত কবুলের দোয়া - সূরা আল-বাকারা: ১২৮

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অনুবাদ: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর থেকেও আপনার অনুগত জাতি ও উম্মত বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৬. সিয়ামের রাতে বৈধতা ও সীমারেখা - সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

অনুবাদ: সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অন্বেষণ কর। আর তোমরা আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

৭. পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীর চরিত্র - সূরা আল-বাকারা: ২০৫

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অনুবাদ: আর যখন সে ফিরে যায়, তখন সে যমিনে চেষ্টা করে যাতে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও বংশধর ধ্বংস করতে পারে। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না।

৮. পবিত্রতা ও দাম্পত্য সম্পর্ক - সূরা আল-বাকারা: ২২২-২২৩

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

অনুবাদ: আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'তা কষ্টদায়ক'। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে। (২২২) তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে গমন কর যেভাবে ইচ্ছা। আর তোমরা নিজদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

৯. তালাক ও ইদ্দতের বিধান (প্রথমাংশ) - সূরা আল-বাকারা: ২২৮-২২৯

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অনুবাদ: আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর তাদের স্বামীরা যদি আপোষ করতে চায়, তবে তারা এ সময়ে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। আর নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২২৮) তালাক দুইবার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু গ্রহণ করবে। তবে যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না। সুতরাং যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না, তবে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কারো কোন পাপ নেই। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারাই যালিম।

৯. তালাক ও ইদ্দতের বিধান (অবশিষ্টাংশ) - সূরা আল-বাকারা: ২৩০

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অনুবাদ: ... অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে এরপর সে তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে। অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের উভয়ের একে অপরের কাছে ফিরে আসায় কোন পাপ নেই, যদি তারা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি বর্ণনা করেন এমন কওমের জন্য যারা জানে।

১০. বিবাহে বাধা না দেওয়া ও স্তন্যপান করানোর বিধান - সূরা আল-বাকারা: ২৩২-২৩৩

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অনুবাদ: আর যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না, যদি তারা বিধি মোতাবেক পরস্পর সম্মত হয়। তোমাদের মধ্য থেকে যে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে, তাকে এর মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (২৩২) আর জননীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, যে দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো বিধি মোতাবেক তাদের (জননীদের) খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের বাইরে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে এবং যার সন্তান তাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর ওয়ারিশের ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন পাপ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে (ধাত্রী দ্বারা) দুধ পান করাতে চাও, তবে তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা যা দিতে চেয়েছ তা বিধি মোতাবেক আদায় কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

১১. তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দত ও অধিকার (পুনরাবৃত্তি) - সূরা আল-বাকারা: ২২৮

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অনুবাদ: আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর তাদের স্বামীরা যদি আপোষ করতে চায়, তবে তারা এ সময়ে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের... আর নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১২. মাতৃগর্ভে আকৃতি দান - সূরা আলে-ইমরান: ৬

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অনুবাদ: তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে ইচ্ছা করেন। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৩. মারইয়াম (আ.) এর জন্ম ও শয়তান থেকে সুরক্ষা - সূরা আলে-ইমরান: ৩৬

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অনুবাদ: অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, সে বলল, 'হে আমার রব, আমি তো কন্যা প্রসব করেছি'। আর আল্লাহই ভাল জানেন, যা সে প্রসব করেছে। আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয়। 'আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি'।

১৪. যাকারিয়া (আ.) এর দোয়া ও সুসংবাদ - সূরা আলে-ইমরান: ৩৮-৪০

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

অনুবাদ: সেখানেই যাকারিয়া তার রবের কাছে দোয়া করলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দোয়া শ্রবণকারী'। অতঃপর ফেরেশতারা তাকে ডাকল, যখন তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন যে, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কালিমার সত্যায়নকারী, নেতা, নারী-সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী'। তিনি বললেন, 'হে আমার রব, কীভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ বার্ধক্য আমাকে পেয়ে বসেছে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা'? তিনি বললেন, 'এভাবেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা করেন'।

১৫. আল্লাহর কুদরত (মারইয়াম আ. এর বিস্ময়) - সূরা আলে-ইমরান: ৪৭

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

অনুবাদ: সে বলল, 'হে আমার রব, কীভাবে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি'? তিনি বললেন, 'এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য কেবল বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়'।

১৬. আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরা ও ভ্রাতৃত্ব - সূরা আলে-ইমরান: ১০৩

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অনুবাদ: আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিআমতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে শত্রু, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হও।

১৭. মানব সৃষ্টি, আত্মীয়তা ও ইয়াতিমদের হক - সূরা আন-নিসা: ১-৩

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

অনুবাদ: হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। (২) আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে (মিলিয়ে) খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ। (৩) আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে কর। আর যদি আশংকা কর যে, আদল করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (বিয়ে কর)। এটি তোমাদের অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী।

১৮. নারীদের উত্তরাধিকার ও আচরণ - সূরা আন-নিসা: ১৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিশ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ রেখো না, যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ নিয়ে নিতে পার; তবে যদি তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (তাহলে ভিন্ন কথা)। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

১৯. জান্নাত ও পবিত্র স্ত্রীগণ - সূরা আন-নিসা: ৫৭

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

অনুবাদ: আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অচিরেই তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ। আর আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব ঘন ছায়ায়।

২০. মুমিন হত্যা ও শাস্তি - সূরা আন-নিসা: ৯৩

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

অনুবাদ: আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রাখবেন মহা শাস্তি।

২১. নরহত্যা ও ফাসাদ - সূরা আল-মায়িদা: ৩২

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

অনুবাদ: এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের ওপর এই বিধান দিয়েছিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি করা ছাড়া যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। এরপরও তাদের অনেকে যমীনে সীমালঙ্ঘনকারী।

২২. চতুষ্পদ জন্তুর জোড়া - সূরা আল-আন'আম: ১৪৩

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

অনুবাদ: (আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন) আট প্রকার জোড়া। ভেড়ার মধ্যে দুই এবং ছাগলের মধ্যে দুই। বল, 'তিনি কি নর দুটি হারাম করেছেন, নাকি মাদী দুটি? নাকি মাদী দুটির গর্ভ যা ধারণ করে আছে তা? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

পৃষ্ঠা ৫৭

২৩. হারাম ও হালাল বিধান - সূরা আল-আন'আম: ১৫১

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অনুবাদ: বল, 'এসো, তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি। তা এই যে, তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিয্ক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না—তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে। আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার'।

২৪. জান্নাতে আদম ও হাওয়া (আ.) - সূরা আল-আ'রাফ: ১৯

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ: আর 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা হতে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছটির কাছে যেও না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।

২৫. ফির'আউনের হত্যাযজ্ঞ - সূরা আল-আ'রাফ: ১২৭

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

অনুবাদ: আর ফির'আউনের কওমের সর্দাররা বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার কওমকে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে ছেড়ে দেবেন'? সে বলল, 'শীঘ্রই আমি তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর পরাক্রমশালী'।

২৬. দাম্পত্য প্রশান্তি ও সন্তান কামনা - সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৯

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

অনুবাদ: তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে এক নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিশল, তখন সে হালকা গর্ভধারণ করল এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। অতঃপর যখন সে ভারাক্রান্ত হল, তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহর কাছে দু'আ করল, 'যদি আপনি আমাদেরকে সুস্থ সন্তান দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগুজারদের অন্তর্ভুক্ত হব'।

২৭. মুমিনদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন - সূরা আল-আনফাল: ৬২-৬৩

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অনুবাদ: আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমীনে যা আছে তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮. আত্মীয়তার হক - সূরা আল-আনফাল: ৭৫

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অনুবাদ: আর যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা আল্লাহর কিতাবে একে অপরের বেশি হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

২৯. ইব্রাহিম (আ.) এর মেহমান ও সুসংবাদ - সূরা হূদ: ৬৯-৭৩

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ... قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

অনুবাদ: ... তারা বলল, 'তুমি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময়বোধ করছ? হে আহলে বাইত, তোমাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত'।

৩০. গর্ভধারণ ও আল্লাহর জ্ঞান - সূরা আর-রা'দ: ৮

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

অনুবাদ: প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও যা বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।

৩১. জান্নাতে পরিবার - সূরা আর-রা'দ: ২৩

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ

অনুবাদ: স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেককার তারাও। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে।

৩২. রাসূলদের স্ত্রী ও সন্তান - সূরা আর-রা'দ: ৩৮

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

অনুবাদ: আর আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়েছে লিপিবদ্ধ বিধান।

৩৩. ইবরাহীম (আ.) এর দোয়া - সূরা ইবরাহীম: ৩৯-৪০

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দু'আ শ্রবণকারী। 'হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব, আর আমার দু'আ কবুল করুন'।

৩৪. সুসংবাদ ও হতাশা মুক্তি - সূরা আল-হিজর: ৫৩-৫৬

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

অনুবাদ: তারা বলল, 'ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি'। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ অথচ বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করেছে? তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ'? তারা বলল, 'আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি। অতএব আপনি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না'। তিনি বললেন, 'আর পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়'?

৩৫. দুনিয়ার চাকচিক্য ও মুমিনদের প্রতি বিনয় - সূরা আল-হিজর: ৮৮

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

অনুবাদ: আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে যে ভোগোপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি তোমার দু'চোখ প্রসারিত করো না এবং তাদের জন্য আফসোস করো না। আর মুমিনদের জন্য তোমার ডানাকে অবনত রাখ।

৩৬. জোড়া সৃষ্টি ও নাতি-নাতনী - সূরা আন-নাহল: ৭২

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

অনুবাদ: আর আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতি-নাতনী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিযক দিয়েছেন। তারা কি বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নিআমতকে অস্বীকার করে?

৩৭. প্রাণের পবিত্রতা - সূরা আল-কাহফ: ৭৪

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا

অনুবাদ: অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল। অবশেষে যখন তারা এক বালকের সাক্ষাৎ পেল, তখন সে তাকে হত্যা করল। মূসা বলল, 'আপনি কি এক পবিত্র প্রাণকে হত্যা করলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? অবশ্যই আপনি এক গর্হিত কাজ করলেন'।

৩৮. যাকারিয়া (আ.) এর প্রার্থনা - সূরা মারইয়াম: ১-৩

كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

অনুবাদ: কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার রবকে নিভৃতে আহ্বান করেছিল।

৩৯. উত্তরাধিকারী প্রার্থনা ও সুসংবাদ - সূরা মারইয়াম: ৪-৯

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ... قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

অনুবাদ: সে বলল, ‘হে আমার রব, আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যে মাথা সাদা হয়ে গেছে। আর হে আমার রব, আপনাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি। ... তিনি বললেন, ‘এভাবেই (হবে); তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং আমি তো তোমাকে এর আগে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না’।

৪০. পবিত্র সন্তান দান - সূরা মারইয়াম: ১৮-১৯

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

অনুবাদ: সে বলল, ‘আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় চাইছি, যদি তুমি মুত্তাকী হও’। সে বলল, ‘আমি তো কেবল তোমার রবের দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করার জন্য’।

৪১. একাকীত্ব ও আল্লাহর দান - সূরা মারইয়াম: ৪৯

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

অনুবাদ: অতঃপর সে যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আর প্রত্যেককে আমি নবী বানালাম।

৪২. শয়তান থেকে সুরক্ষা - সূরা ত্বা-হা: ১১৭

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ

অনুবাদ: অতঃপর আমি বললাম, ‘হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে তুমি কষ্ট পাবে’।

৪২. দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহিত না হওয়া - সূরা ত্বহা: ১৩১

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

অনুবাদ: আর আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের যে উপকরণ দিয়েছি, তুমি তার প্রতি তোমার দু'চোখ প্রসারিত করো না, যাতে আমি এ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযকই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

৪৩. নবীগণের বংশধর - সূরা আল-আম্বিয়া: ৭২

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

অনুবাদ: আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক এবং অতিরিক্ত হিসেবে ইয়াকূবকে। আর প্রত্যেককেই আমি নেককার বানালাম।

৪৪. জাকারিয়া (আ.) এর দোয়া কবুল - সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

অনুবাদ: তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দান করলাম ইয়াহইয়া ও তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্য করে দিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আশা ও ভীতি নিয়ে আমাকে ডাকত। আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।

৪৫. নিঃসন্তানদের জন্য বিশেষ দোয়া ও সতীত্ব রক্ষা - সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৯-৯১

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝ ... وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

অনুবাদ: আর (স্মরণ কর) যাকারিয়াকে, যখন সে তার রবকে ডেকেছিল, 'হে আমার রব, আমাকে একা রেখো না, আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী'। ... আর সেই নারীকে (স্মরণ কর), যে তার লজ্জাস্থান হেফাযত করেছিল, ফলে আমি তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম।

৪৬. জরায়ুতে স্থিতি ও প্রস্থান - সূরা আল-হজ্জ: ৫

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

অনুবাদ: আর আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জরায়ুতে স্থিতি রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি।

৪৭. মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রম - সূরা আল-মুমিনূন: ১২-১৩

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

অনুবাদ: আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। (৬২) তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

৪৮. রাত, ঘুম ও দিন - সূরা আল-ফুরকান: ৪৭

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

অনুবাদ: আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ, ঘুমকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন পুনরুজ্জীবনের সময়।

৪৯. পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি ও আত্মীয়তা - সূরা আল-ফুরকান: ৫৪

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

অনুবাদ: আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার রব প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

৫০. পরিবার ও সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া - সূরা আল-ফুরকান: ৭৪

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অনুবাদ: আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন'।

৫১. লূত (আ.) এর কওমের প্রতি ভর্ৎসনা - সূরা আশ-শু'আরা: ১৬৫-১৬৬

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

অনুবাদ: 'সৃষ্টিজগতে তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হচ্ছ'? (১৬৫) 'আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন করছ? বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী কওম'।

পৃষ্ঠা ৬৪

৫২. ফিরআউনের স্ত্রীর উক্তি (মূসা আ. সম্পর্কে) - সূরা আল-কাসাস: ৯

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অনুবাদ: আর ফিরআউনের স্ত্রী বলল, 'এ শিশু আমার ও তোমার চোখের শীতলতা। তাকে হত্যা করো না। আশা করা যায় সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নেব'। অথচ তারা (পরিণাম) উপলব্ধি করতে পারছিল না।

৫৩. মূসা (আ.) এর ভীতি ও দোয়া - সূরা আল-কাসাস: ৩৩

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ

অনুবাদ: সে বলল, 'হে আমার রব, আমি তো তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে'।

৫৪. ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরের নবুওয়াত - সূরা আল-আনকাবুত: ২৭

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

অনুবাদ: আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের জন্য নবুওয়াত ও কিতাব নির্ধারণ করলাম। আর দুনিয়াতে আমি তাকে তার প্রতিদান দিলাম এবং নিশ্চয় সে আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫৫. পিতা-মাতার হক ও মায়ের কষ্ট - সূরা লুকমান: ১৪

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

অনুবাদ: আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।

৫৬. আল্লাহর অদৃশ্যের জ্ঞান - সূরা লুকমান: ৩৪

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

৫৭. দাম্পত্য জীবনে প্রেম ও করুণা - সূরা আর-রুম: ২১

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অনুবাদ: আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।

৫৮. পালক পুত্রের স্ত্রী ও আল্লাহর বিধান - সূরা আল-আহযাব: ৩৭

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ...

অনুবাদ: আর স্মরণ কর, আল্লাহ যার ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার ওপর অনুগ্রহ করেছ... অতঃপর যায়েদ যখন তার থেকে প্রয়োজন শেষ করল (তালাক দিল), তখন আমি তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম... আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৫৯. স্ত্রীদের পরিবর্তন নিষিদ্ধ - সূরা আল-আহযাব: ৫২

لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

অনুবাদ: এরপর তোমার জন্য অন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর পর্যবেক্ষক।

৬০. বিচার দিবসে ফয়সালা - সূরা সাবা: ২৬

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

অনুবাদ: বল, 'আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করে দেবেন। আর তিনি মহাবিচারক, মহাজ্ঞানী'।

৬১. মাটি থেকে সৃষ্টি ও আয়ু নির্ধারণ - সূরা ফাতির: ১১

وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

অনুবাদ: আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তিনি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বাড়ানো হয় না, আর তার আয়ু কমানোও হয় না, কিন্তু তা রয়েছে কিতাবে (লওহে মাহফূযে)। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

৬২. জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি - সূরা ইয়াসীন: ৩৬

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ: পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

৬৩. নূহ (আ.) এর বংশধর - সূরা আস-সাফফাত: ৭৭

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

অনুবাদ: আর আমি তার (নূহের) বংশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।

৬৪. ইব্রাহিম (আ.) এর হিজরত ও ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ - সূরা আস-সাফফাত: ৯৮-১০১

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

অনুবাদ: তারা তার (ইবরাহীমের) ক্ষতি করার ফন্দি করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। (৯৮) আর সে বলল, 'আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন'। (৯৯) 'হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন'। (১০০) অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

৬৫. দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.) - সূরা ছোয়াদ: ২৯-৩০

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ

অনুবাদ: এটি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি... আর আমি দাউদকে সুলাইমান দান করেছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে ছিল আল্লাহ অভিমুখী।

৬৬. আইয়ুব (আ.) এর রোগমুক্তি ও পরিবারের প্রত্যাবর্তন - সূরা ছোয়াদ: ৪১-৪৩

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

অনুবাদ: আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে... (আমি তাকে বললাম,) 'তুমি তোমার পা দিয়ে নাড়া দাও... আর আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন দান করলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমসংখ্যক (আরো দান করলাম) আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

৬৭. মাতৃগর্ভের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও আল্লাহর একত্ববাদ - সূরা আয-যুমার: ৬

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

অনুবাদ: তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আট প্রকার নাযিল করেছেন। তিনি তোমাদের মায়েদের পেটে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন, পর্যায়ক্রমে একের পর এক, তিনটি অন্ধকারে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?

৬৮. জীবনের স্তর ও নির্দিষ্ট সময় - সূরা গাফির: ৬৭

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অনুবাদ: তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে। এরপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন, তারপর যাতে তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, তারপর যাতে তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু এর পূর্বেই হয়ে যায়। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছতে পার এবং যাতে তোমরা অনুধাবন কর।

৬৯. দীনের ওপর অবিচল থাকা ও ন্যায়বিচার - সূরা আশ-শূরা: ১৫

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

অনুবাদ: সুতরাং তুমি এর (দীনের) প্রতিই আহ্বান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ... আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন। আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন'।

৭০. সন্তান দান ও আল্লাহর ক্ষমতা - সূরা আশ-শূরা: ৪৯-৫০

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

অনুবাদ: আসমানসমূহ ও যমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে চান বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।

৭১. গর্ভধারণের কষ্ট ও ৪০ বছর বয়সে দোয়া - সূরা আল-আহকাফ: ১৫

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অনুবাদ: আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে... 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দিন, যেন আমি আপনার নিআমতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি... এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'।

৭২. ক্ষমতা পেলে ফাসাদ সৃষ্টি - সূরা মুহাম্মদ: ২২

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

অনুবাদ: তবে কি তোমরা প্রত্যাশা করছ যে, যদি তোমরা শাসনক্ষমতা পাও, তবে তোমরা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?

৭৩. ইব্রাহিম (আ.) এর স্ত্রী ও সুসংবাদ - সূরা আয-যারিয়াত: ২৮-৩০

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

অনুবাদ: এতে সে তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভীত হলো। তারা বলল, 'ভয় পাবেন না'। আর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং নিজ গালে চপেটাঘাত করে বলল, '(আমি) এক বৃদ্ধা, বন্ধ্যা'! তারা বলল, 'তোমার রব এভাবেই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'।

৭৪. মুমিন ও তাদের সন্তানদের মিলন - সূরা আত-তূর: ২১

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

অনুবাদ: আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকে মিলিয়ে দেব এবং তাদের আমল থেকে আমি কিছুই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কামাই করেছে তার কাছে সে দায়বদ্ধ।

৭৫. মাতৃগর্ভের অবস্থা ও তাকওয়া - সূরা আন-নাজম: ৩২

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

অনুবাদ: যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে প্রশস্ত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়েদের পেটে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা নিজদেরকে পবিত্র ভেবো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।

৭৬. শুক্রবিন্দু থেকে নর-নারীর জোড়া সৃষ্টি - সূরা আন-নাজম: ৪৫-৪৬

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

অনুবাদ: আর তিনিই জোড়ায় জোড়ায় নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা স্খলিত হয়।

৭৭. বীর্য থেকে সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ - সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৫৮-৫৯

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

অনুবাদ: তোমরা যে বীর্যপাত কর, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর, না আমিই স্রষ্টা?

৭৮. অভিযোগকারিণী নারীর কথা আল্লাহ শুনেছেন - সূরা আল-মুজাদালাহ: ১

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

অনুবাদ: আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। আর আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৭৯. ইদ্দত ও গর্ভধারণের বিধান - সূরা আত-তালাক: ৪

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

অনুবাদ: আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তবে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস এবং যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাদেরও। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।

৮০. উত্তম স্ত্রীর গুণাবলী - সূরা আত-তাহরীম: ৫

عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

অনুবাদ: যদি নবী তোমাদেরকে তালাক দেন তবে অচিরেই তার রব তাকে তোমাদের পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়ামপালনকারী, অকুমারী ও কুমারী।

৮১. বীর্য থেকে রক্তপিণ্ড ও সৃষ্টির সুবিন্যাস - সূরা আল-কিয়ামাহ: ৩৭-৪০

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

অনুবাদ: সে কি স্খলিত বীর্যের শুক্রবিন্দু ছিল না? এরপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন। তারপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। তিনি কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

৮২. তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি ও জরায়ুতে স্থিতি - সূরা আল-মুরসালাত: ২০-২৩

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

অনুবাদ: আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে (জরায়ুতে), এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। অতঃপর আমি পরিমাপ করেছি; সুতরাং আমি কতই না উত্তম পরিমাপকারী!

৮৩. জোড়ায় সৃষ্টি - সূরা আন-নাবা: ৮

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

অনুবাদ: আর আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।

৮৪. রাতকে পোশাকস্বরূপ করা - সূরা আন-নাবা: ১০

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

অনুবাদ: এবং রাতকে করেছি আবরণস্বরূপ (পোশাক)।

৮৫. পুনরুত্থান ও জীবন্ত প্রোথিত কন্যা - সূরা আত-তাকওয়ীর: ৭-৯

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

অনুবাদ: আর যখন রূহগুলোকে (দেহের সাথে) জোড়া লাগিয়ে দেয়া হবে। আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?

৮৬. মানুষ কিসের তৈরি তা দেখা উচিত - সূরা আত-তারিক: ৫-৭

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

অনুবাদ: অতএব মানুষের দেখা উচিত কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। যা বের হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজর-হাড়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে।

৮৭. নর ও নারী সৃষ্টি - সূরা আল-লাইল: ১-৩

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

অনুবাদ: কসম রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। কসম দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়। আর কসম তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

৮৮. সূরা আল-ইখলাস

৩ বার

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অনুবাদ: বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

৮৯. সূরা আল-ফালাক

৩ বার

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অনুবাদ: বলুন, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়। আর গিরায় ফুঁকদানকারী নারীদের অনিষ্ট হতে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

৯০. সূরা আন-নাস

৩ বার

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

অনুবাদ: বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের। মানুষের অধিপতির। মানুষের ইলাহের। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিন ও মানুষের মধ্য হতে।

Raqi Faisal Ahmed Sabit

Al Quranic Ruqyah healing | Contact: 01886608999

WhatsApp • Telegram

May Allah grant complete shifa to all patients. Ameen.